বাঙালী জাতি

১। বাঙালী জাতির উৎপত্তি

সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে বাংলা দেশে মানুষের বসতি আরম্ভ হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদি যুগের মানব প্রস্তর নির্মিত যে সমুদয় অস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহাই তাহাদের অস্তিত্বের প্রধান প্রমাণ ও পরিচয়। সাধারণত এই প্রস্তরগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সর্বপ্রাচীন মানুষ প্রথমে যে সমুদয় পাষাণ-অস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহার গঠনে বিশেষ কোন কৌশল বা পারিপাট্য ছিল না; পরবর্তী যুগে এই অস্ত্রসকল পালিশ ও সুগঠিত হয়। এই দুই যুগকে যথাক্রমে প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগ বলা যায়। এ-দুয়ের মধ্যে আর একটি প্রস্তর যুগের মানষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করিত। ইহাদিগকে ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের মানুষ বলা যায়। এই তিনটির প্রচলিত ইংরেজী নাম Palaeolithic (প্রাচীন বা প্রত্ন প্রস্তর), Microlithic (ক্ষুদ্র প্রস্তর) ও Neolithic (নব্য প্রস্তর) যুগ। প্রথম এই যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্র পালিশকরা ও সুগঠিত; সুতরাং ইহারা যে প্রথম দুই যুগের মানুষ অপেক্ষা উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষের সভ্যতা বৃদ্ধির আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিত, মাটি পোড়াইয়া বাসন নির্মাণ করিত, এবং রন্ধনপ্রণালীতেও অভ্যস্ত ছিল। এই যুগের বহুদিন পরে মানুষ ধাতুর আবিষ্কার করে। মানুষ প্রথমে সাধারণত তাম্রনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার করিত বলিয়া এই তৃতীয় যুগকে তাম্র যুগ বলা হয়। ইহার পরবর্তী যুগে লৌহ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মানুষ ক্রমে উন্নততর সভ্যতার অধিকারী হয়।

বাংলা দেশেও আদিম মানব-সভ্যতার এইরূপ বিবর্তন হইয়াছিল। কারণ এখানেও প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর এবং তাম্র যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে পলিমাটিতে গঠিত হইয়াছিল। বাংলার অন্যান্য প্রদেশেই সম্ভবত প্রস্তর ও তাম্র যুগে মনুষ্যের বসতি সীমাবদ্ধ ছিল।

বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যগণ যখন পঞ্চনদে বসতি স্থাপন করেন, তখন এবং তাহার বহুদিন পরেও বাংলা দেশের সহিত তাঁহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। বৈদিক সূক্তে বাংলার কোনও উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য ও দস্যু বলিয়া যে সমুদয় জাতির উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে পুণ্ড্রেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুণ্ড্র জাতি উত্তরবঙ্গে বাস করিত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গদেশের লোকের নিন্দাসূচক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং এই দুই দেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করিলেও আর্যগণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এইরূপ বিধান আছে।

এই সমুদয় উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্য-জাতির বংশসম্ভূত নহেন। বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়াছেন যে, আর্যগণ এদেশে আসিবার পূর্বে বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করিত। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও বর্তমান বাঙালীর দৈহিক গঠন পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু বাংলার অধিবাসী এই সমুদয় অনার্যজাতির শ্রেণীবিভাগ ও ইতিহাস সম্বন্ধে সুধীগণ একমত নহেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

বাংলা দেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় আদিম জাতি দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসিগণের বংশধর। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং বাহিরেও এই জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার মূলগত ঐক্য হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই সমুদয় জাতিই একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর বংশধর। এই মানবগোষ্ঠীকে 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' অথবা 'অস্ট্রীক' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কেহ কেহ ইহাদিগকে 'নিষাদ জাতি' এই আখ্যা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাহিরে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় এই জাতির সংখ্যা এখনও খুব বেশী। বাংলার নিষাদ জাতি প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারা জীবনধারণ করিত এবং গ্রামে বাস করিত। তাহারা নব্যপ্রস্তর যুগের লোক হইলেও ক্রমে তাম্র ও লৌহের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ধান্য উৎপাদনপ্রণালী তাহারাই উদ্ভাবন করে। কলা, নারিকেল, পান, সুপারি, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সব্‌জি এবং সম্ভবত আদা ও হলুদের চাষও তাহারা করিত। তাহারা গরু চরাইত না এবং দুধ পান করিত না, কিন্তু মুরগী পালিত এবং হাতিকে পোষ মানাইত। কুড়ি হিসাবে গণনা করা এবং চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তিথি দ্বারা দিনরাত্রির মাপ তাহারাই এদেশে প্রচলিত করে।

নিষাদ জাতির পরে আরও কয়েকটি জাতি এদেশে আগমন করে। ইহাদের একটির ভাষা দ্রাবিড়, এবং আর একটির ভাষা ব্রহ্ম-তিব্বতীয়। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

এই সমুদয় জাতিকে পরাভূত করিয়া বাংলাদেশে যাঁহারা বাসস্থাপন করেন, এবং যাঁহাদের বংশধরেরাই প্রধানত বর্তমানে বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ, তাঁহারা যে বৈদিক আর্যগণ হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন, এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

কেহ কেহ ইঁহাদিগকে আলপাইন জাতি বলেন এবং বলেন যে, ইঁহারা নিষাদ জাতির অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশে বাস করিতে থাকেন। পণ্ডিতগণের অধিকাংশই অনুমান করেন যে, এই জাতি খুবই উচ্চ সভ্যতার অধিকারী ছিলেন—আর্যগণ বঙ্গদেশে বসবাস করিবার পূর্বে এখানে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ এই অনুচ্ছেদের শেষে বর্ণিত হইয়াছে—তাহার কৃতিত্ব প্রধানত আলপাইন জাতিরই প্রাপ্য।

রিজলী সাহেবের মতে মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে প্রাচীন ভারতীয় জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই মত এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন মোঙ্গোলীয় পার্বত্য জাতি বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে বসতি স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু, এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালী জাতিতে যে মোঙ্গোলীয় রক্ত নাই, ইহা একপ্রকার সর্ববাদীসম্মত। আর দ্রাবিড় নামে কোন জাতির পৃথক অস্তিত্বই পণ্ডিতগণ এখন স্বীকার করেন না।

বর্তমান যুগে দেহের গঠনপ্রণালী, গায়ের রং, কেশবিন্যাস প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের জাতি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী নির্ণয়ের জন্য একটি নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম নৃতত্ত্বাদি-বিদ্যা।

প্রধানত মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী হইতেই নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মানুষের জাতি নির্ণয় করিয়া থাকেন। মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত অনুসারে যে সমুদয় শ্রেণী-বিভাগ কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধানত দুইটির নাম 'দীর্ঘশির' (Dolichocephalic) ও 'প্রশস্ত-শির' (Brachycephalic)। বৈদিক আর্যগণ যে যে প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ 'দীর্ঘ-শির'। কিন্তু বাংলার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই 'প্রশস্ত-শির'। পরলোকগত পণ্ডিতপ্রবর রমাপ্রসাদ চন্দ্র এই প্রণালীতে গবেষণা করিয়া সর্বপ্রথম রিজলীর মতের প্রতিবাদ করেন এবং *Indo Aryan Races* নামক গ্রন্থে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পামির ও টাকলামাকান অঞ্চলের অধিবাসী হোমো-আলপাইনাস নামে অভিহিত একজাতীয় লোক বাঙালীর আদিপুরুষ। ইহাদের ভাষা আর্যজাতীয় হইলেও ইহারা বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

তিনি আরও বলেন যে যখন বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন বৈদিক আর্যগণ গঙ্গানদীর উপত্যকায় পূর্বদিকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষগণ মধ্য ভারতের সমভূমির (Table land) পার হইয়া বঙ্গদেশে পৌঁছিয়াছিলেন।

পণ্ডিতপ্রবর বিরজাশঙ্কর গুহ রমাপ্রসাদ চন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষেরা পারস্য ও বেলুচিস্তান অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন।

হারাণচন্দ্র চাকলাদার কলিকাতার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং বীরভূমের অনেক মুচির শারীরিক গঠনের মাপজোখ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে উভয়ের মধ্যেই আলপাইন ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের অধিবাসীদের লক্ষণ বিদ্যমান। কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে পূর্বোক্ত এবং মুচিদের মধ্যে শেষোক্ত উপাদান অধিকতর পরিমাণে লক্ষিত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ও নৃতত্ত্ববিদ্ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর ভারতের যে ত্রিশটি জাতির অধিবাসীর দেহ গঠনের মাপজোখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সাতটি ছিল বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, রাজবংশী, পোদ এবং বাগ্‌দী জাতি। তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

১। বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী হইতে পৃথক একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি।

২। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণের সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ।

৩। সমাজে ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যাহারা যত উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণের সাদৃশ্য সেই অনুপাতে বেশী।

৪। কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্ত বাংলার বিশিষ্ট স্বতন্ত্র জাতি (Typical indigenous castes of Bengal)।

৫। কায়স্থের সহিত অন্যান্য সকল বাঙ্গালী জাতি, বিশেষত সদ্‌গোপ, কৈবর্ত এবং পোদ জাতির, বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান। সদ্‌গোপ ও কায়স্থের মধ্যে

বিশেষ কোন প্রভেদ নাই বলিলেও চলে।

৬। বাংলা দেশের কৈবর্ত, কায়স্থ ও সদ্‌গোপ অন্য জাতির সহিত অনেক পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে—কিন্তু উচ্চবর্ণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের সহিত সংমিশ্রণই অধিকতর পরিমাণে ঘটিয়াছে।

৭। কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তের সহিত বিহারের অধিবাসীদের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু পঞ্জাবের অধিবাসীর সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। নিম্নতর বর্ণের সহিতই এইরূপ সাদৃশ্য বর্তমান। পোদ ও বাগ্‌দী ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

৮। বঙ্গদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণের সহিতই পঞ্জাবের অধিবাসীদের সাদৃশ্য বর্তমান। বাংলার বাহিরের উচ্চবর্ণের সহিতও কেবলমাত্র বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরই সাদৃশ্য কিছু পরিমাণে দেখা যায়। বাংলার ব্রাহ্মণের সহিত ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসী বা বাংলার পূর্ব সীমান্তের অধিবাসীদের সহিত মিশ্রণের কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

এই সমুদয় সিদ্ধান্ত খুবই মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে অধ্যাপক মহলানবিশ কেবলমাত্র সাতটি বাঙ্গালী জাতি বা বর্ণের লোকের মাপজোখ করিয়াছেন এবং এখন পর্যন্ত ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আলোচিত হয় নাই।

পূর্বোক্ত অন্যান্য বাঙ্গালী নৃতত্ত্ববিদ্‌ সম্বন্ধেও এই মন্তব্য করা যায়। মোটের উপর এ কথা বলাই সঙ্গত যে বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

২। প্রাক্‌ আর্যযুগে বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি

আর্যজাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্বে এই শেষোক্ত বাঙ্গালী জাতি যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিল তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুকাল পূর্বেও পাওয়া যায় নাই। পরোক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ আর্য উপনিবেশের পূর্বে ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতপ্রবর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এই :

বর্তমান কালে প্রচলিত হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ—যেমন, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী পূজাপ্রণালী, শিব শক্তি ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর আরাধনা এবং পুরাণবর্ণিত অনেক কথা ও কাহিনী তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনেক লৌকিক ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, বিবাহ ক্রিয়ায় হলুদ সিন্দুর প্রভৃতির ব্যবহার, নৌকা নির্মাণ ও অন্যান্য অনেক গ্রাম্য শিল্প এবং ধুতি শাড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট পরিচ্ছদ প্রভৃতিও এই যুগের সভ্যতার অঙ্গ বলিয়াই মনে হয়। মোটের উপর আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু সম্প্রতি প্রাক্‌ আর্য যুগে বাঙ্গালীর উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বর্ধমান জিলায় অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরে অনেক স্থানে ভূগর্ভ উৎখননের ফলে বাংলার খুব প্রাচীন এক সভ্যতার বহু মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৯৬২ ও ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অজয় নদের দক্ষিণে "পাণ্ডু রাজার ঢিবি"-তে খুব ব্যাপকভাবে এবং নিকটবর্তী আরও কয়েকটি স্থানে সামান্যভাবে মাটি খনন করিয়া যে সমুদয় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায়, মধ্যভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল বাংলাদেশের এই (সম্ভবত অন্য) অঞ্চলেও সেইরূপ সভ্যতাসম্পন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী বাস করিত। ইহারা ধান্য চাষ করিত, নানারকমের এবং নানা নকসার চিত্রশোভিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত, সম্বর, নীলগাই প্রভৃতি পশু শিকার ও শূকর প্রভৃতি পশু পালন করিত। এখানকার সর্বপ্রাচীন অধিবাসীরা প্রস্তর ও তাম্রধাতু ব্যবহার করিত এবং ক্রমে লৌহের সহিতও পরিচিত হইয়াছিল। কারণ বিভিন্ন স্তরে তাম্র ও লৌহের অলঙ্কার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার অধিবাসীরা ইঁটের ও পাথরের ভিত্তির উপর প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করিত। এক জায়গায় বৃহৎ ল্যাটেরাইট প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত একটি বড় চত্বর (platform) আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন বাড়ীর দেয়ালগুলি নল-খাগড়ার সহিত মাটি মিশাইয়া তৈরী হইত।

গৃহগুলি সাধারণত চতুষ্কোণ হইত, কিন্তু কয়েকটি গোলাকৃতি বাড়ী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন বাড়ীতে কাঠের খুটির উপর টালির অথবা টেরাকোটার ছাদ ছিল। মাটির সহিত গোবর মিশাইয়া অথবা পোড়ামাটির দ্বারা ঘরের ভিত্তি নির্মিত হইত।

খুব সম্ভব চাউলই লোকের প্রধান খাদ্য ছিল। তাহারা মাছ এবং নীলগাই, হরিণ ও শূকরের মাংস খাইত।

পাণ্ডু রাজার ঢিবির লোকেরা নৌকা করিয়া, দূর দেশে ও বিদেশে সমুদ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্য করিত। মসলা, সুতার বস্ত্র, গজদন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং সম্ভবত হীরক ও চিনি প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য ছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে স্টীটাইট (steatite) পাথরে নির্মিত একটি গোলাকার সীল (seal) পাওয়া গিয়াছে। ইহার উপর কতকগুলি চিহ্ন খোদিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি চিত্রাক্ষর (hieroglyphs ও pictographs) এবং সীলটি ভূমধ্যসাগরস্থ ক্রীট দ্বীপে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে নির্মিত—ইহা হইতে অনুমান করেন যে ঐ সময় প্রাচীন সভ্যতার আবাসস্থল ক্রীট দ্বীপের সহিত বাংলা দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। অজয় নদের উপত্যকায় নানাস্থানে মৃৎপাত্রের উপর কতকগুলি চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এগুলি বাংলা দেশে প্রাচীন যুগে প্রচলিত অক্ষর। পোড়ামাটির (terracotta) তৈরী নরনারীর মূর্তি এবং অন্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। এগুলি সে যুগের শিল্প-কলার নিদর্শন।

পাণ্ডু রাজার ঢিবি বোলপুরের দক্ষিণে; ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী (কলিকাতার দিক হইতে) রেলওয়ে স্টেশন ভেদিয়া হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ও দক্ষিণে কোপাই হইতে কুনুর নদীর তীর এবং পশ্চিমে দুবরাজপুর হইতে পূর্বে কাটোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নানাস্থানেও এই প্রকার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন যুগে—অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া

লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি হইতে পূর্বোক্ত যে সমুদয় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা এখনও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করে নাই।